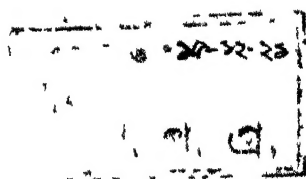


মন্দিরা



৩৪৭০

শ্রী বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।



মূল্য অদৃষ্ট কাগজে বাঁধাই ১৯০ ৮

কলিকাতা

২১৫ চৌরঙ্গি, “মানসা” কাষালায় হইবে

শ্রীহরবোধচন্দ্র দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত

প্যারাগন প্রেস ।

২০৩১১১ কলকাতা, কলিকাতা ।

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়, কর্তৃক মুদ্রিত ।

উৎসর্গ পত্র

অগ্রজকল্প বন্ধুবর সুকবি ও শ্রেষ্ঠ গল্পলেখক এবং ঔপন্যাসিক

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের করকমলে-

বাণীকুঞ্জ কাননের সে শুভ প্রভাতে

হে প্রভাত কবি

অজরিয়্য উঠেছিলে বিচিত্র সঙ্গীতে,

ধ্বনিয়া অটবী !

তখন উঠিয়াছিল

সীমাতীন ভঙ্গতলভোদন'

এবর'র আলোকিত

জননী'র পূনা পীঠবেদী ,

দিকে দিকে বিচাগের

শত শত সীতমূচ্ছনার

তন্মামুগ্ধ কত ভক্ত

এল মা'র পূজা অর্চনার,—

সে শুভ মুহূর্তে তুমি দিয়াছিলে বাহা

তুই তা'র দেবী—

বাণীকুঞ্জকাননের সে শুভ প্রভাতে

হে প্রভাত কবি !

তব চিত্র-কল্পনায়ী— প্রকৃতির পূজা

যে রমান্বন্দরী

পরিপূর্ণ দেহলতা রূপসী ঘোড়নী

অপূর্ব সুজরী,

দেশ ও বিদেশ হ'তে—

পুল আনি রচিয়াছ অর্বা

আপনি সন্ন্যাসী সাজি'

রচিতেছ তবে তার স্বর্গ ;

ধন্ত তুমি চিত্রকর

ধন্ত তব অমর তুলিকা—

দেখালে শাস্ত সত্য

সরাইয়া অন্ধ বনিকা ;

চাই মোরা চিরদিন এ নিষ্ঠুর প্রভাত

উজ্জ্বলে মধুরে

সকল অন্ধকার ঘেরা রাজ্য স্বপনের

থাকুক সুদূরে ।

নির্মল উদারচিত্ত প্রসন্ন আনন্দ

সরস বচন ।

এ মলিন জগতেরে

বিলেষিয়া দেখায় যে জন

কদরের বৃত্তিমূলে

করে যেই মলিন সেচন .

বাহার প্রতিভালোকে

কুটে কুটে কুন্ত নিখিলে

যে দেখায় এ জীবনে

বিশ্ব সাথে যোগ সকলের—

হে নমস্,--হে বরেণ্য, হে বহু আমার

দীন ভক্ত তব

দি'ছে ক্ষুদ্র উপহার অযোগ্য তোমার—

মানিষা গৌরব ।

শ্রী বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভূমিকা

এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট কবিতাগুলির প্রায় অধিকাংশই ইতঃ-পূর্বের “মানসী” “নবান্ধার” “ভারতবর্ষ” “আর্য্যাবর্ত্ত” “বিজয়া” “ঢাকারিভিউ ও সম্মিলন” “জারুবা” “অর্ঘ্য” প্রভৃতি মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে :

পূজনায় শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় দয়া করিয়া গ্রন্থখানির পাণ্ডুলিপি দেখিয়া দিয়া আমায় চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন ।

“মানসী”র সুযোগ্য কার্যাধ্যক্ষ সুহৃৎপ্রবর শ্রীযুক্ত সুবোধ চন্দ্র দত্ত মহাশয় এই গ্রন্থপ্রকাশে যেরূপ শ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তাহা বর্ণনাতীত ;—এজন্য তাঁহার নিকট আমি চিরজ্ঞী রহিলাম ।

১লা আশ্বিন, ১৩২০
কাটোয়া (বঙ্গমানে)

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ।

সূচীপত্র

বিবরণ	পত্রাঙ্ক
মন্দিরা	১
তুমি ও আমি	৪
ভারতবর্ষ	৬
জলধির প্রতি	৯
বনদেবী	১১
ফল্গুর আত্মকাহিনী	১৫
জন্মভূমি	১৭
মেঘ	২০
মদনের বিবাহ	২৩
ভিক্ষা	২৪
পথে	২৫
সঙ্গ প্রার্থনা	২৬
ভারতের মহামহোৎসব	২৮
বোধন	৩০
বাণীর প্রতি	৩২
নিবেদন	৩৫
বিলাপস্মৃতি	৩৭
স্মৃতি	৩৮
সিদ্ধ-সমাধি	৪০
দর্পহরণ	৪২
বিবাদ	৪৪
রূপ ও প্রেম	৪৬
জাগরণ	৪৮
প্রতীক্ষা	৫০
উপেক্ষিতা	৫২

বিষয়	পত্রাঙ্ক
আবাহন	৫৩
দারিদ্র্য	৫৪
ভুল	৫৬
আমার দেশ	৫৮
এস মা জননী	৬০
পূজা	৬২
স্বাধীনতা	৬৩
আত্মপ্রার্থনা	৬৫
কল্প কবি রজনীকান্তের প্রতি	৬৬
কবি রজনীকান্তের বিষয়ে	৬৭
সন্ধ্যাতারা	৬৮
নির্গীথে	৭০
প্রকৃতির মহাপ্রাণ	৭১
উত্তরাধিকার	৭২
রাণা প্রতাপ	৭৪
লহরী	৭৫
প্রেমের লক্ষণ	৭৬
প্রীতিস্থিতি	৭৭
কেন	৭৯
প্রত্যাখ্যান	৮১
মহামিলন	৮২
অকৃতজ্ঞ	৮৩
স্বপ্ন	৮৫
মৃত্যু	৮৭
সূর্যাস্ত	৮৮
প্রত্যাবর্তন	৮৯
গীতাবলী	৯১



মন্দিরা

দেবি

সভাভলে তব বাজিতেছে আজি
বিবিধ যন্ত্রে বিবিধ গান
বিখ্যাত সব যন্ত্রীরা মিলি
তুবিতে তোমারে চালিছে প্রাণ ।
বাজিছে মুরজ বীণ, মৃদঙ্গ
মুরলী সেতার জলতরঙ্গ
মুচ্ছাংগমকে মুর-সারঙ্গ
ঐক্যভান
সভাভলে তব বাজিতেছে আজি
বিবিধ যন্ত্রে বিবিধ গান ।

মূরছে চন্দ্র সুর-সপ্তক-

কম্পন ঘন স্পন্দনে

ধসিছে "পবন বিলাপোচ্ছ্বাসে

সুরভি রতন ক্রন্দনে ;

নীপ নিকুঞ্জ শিহরে সঘনে

মৌন পাণিয়া পলায় গগনে

লুকায় কোকিল পত্র সদনে

অন্তমনে

মূরছে চন্দ্র সুর-সপ্তক-

কম্পন ঘন স্পন্দনে ।

আমি অযোগ্য আসিয়াছি ওগো

করিয়া দুরাশা শুনাতে গান

কিছু নাই মোর আনিয়াছি তাই

মন্দিরা এই কাঁসার দান ।

নানা বোপোর রক্তত আলোকে

কাঁচা স্বর্ণের বর্ণ পুলকে

কাংশুর এই মলিন বলকে

কুণ্ঠমান্

আমি অযোগ্য আসিয়াছি ওগো

করিয়া দুরাশা শুনাতে গান ।

মন্দিরা এই গড়িয়াছি আমি

বুকের হ'খানি কলিজা দিয়া

তুচ্ছ হলেও মূল্য কি নাই—

এত যে আদরে দিতেছি হিয়া ?

চাহিব না আমি কোন' কিছু বর

করতালি তরে নহিও কাতর

শুধু বসাইব অন্তর' পর

ছবিটি নিয়া !

মন্দিরা এই গড়িয়াছি আমি

বুকের ছ'খানি কলিজা দিয়া ।

সকলের সাথে সুরে আর তালে

মন্দিরা মোর বাজিতে র'বে

ঐক্যতানের সুর-শিঞ্জে

রিনিকি বিনিকি ঝনন্ রবে ;

গীত শেষে তুমি শুধু একবার

একটু হাসিয়া যেয়ো মা আমার

দৃষ্টি বুলায়ে ভুলায়ো অসার

কামনা সবে—

সকলের সাথে সুরে আর তালে

মন্দিরা মোর বাজিতে র'বে ।

তুমি ও আমি

তুমি	নন্দনধন মন্দার বন অতুল যোজনগন্ধা
আমি	কীটের আকারে সে ফুল মাঝারে নিবসি কুসুমহস্তা ।
তুমি	অঁধার কুটিরে আল' দীপটীরে আশা উজ্জল করিয়া,
আমি	কটিকা ভীষণ হিংস্র রূপণ লই সে আলোক হরিয়া ।
তুমি	জ্যোৎস্না দ্বিধ্ব আতপ দিগ্ধ জগতে দিতেছ শান্তি,
আমি	প্রলয়ের মেঘে রুদ্ধ আবেগে উরি সংহার-কান্দি ।

তুমি প্রদোষ গগনে শোণিত বরণে
 অঁকিছ বেই আলিপনা
 আমি ঘন মেঘ বেশে ধীরে সেথা এসে
 মুছে দি' যত্নে কত না ।
 তুমি তৃষিত মরুত পূসর বালুর
 পরপারে জল রেখাটি
 আমি ধল থল হাসি মরীচিকা আসি
 দিই নিরাশার লেখাটি
 তুমি প্রেমভাব স্নেহে ভক্তের মুখে
 স্তম্ভুর হরিবোল সে,
 আমি রিক্ত আশানে উদাস পরানে
 হারাণ' রোদন রোল যে ।

ভারতবর্ষ

কত বগ বগান্তের কত হর্ষ বিষাদের

বহি শিরে পশরা যতনে

কেরে আজ' যশে ভরা শান্তিময়ী প্রান্তিহরা—

প্রতিষ্ঠিত আপন সদনে ?

জাগে চির জ্ঞানব্রবি কাহার আকাশে, দেবি,

চিরদিন অশ্রুমান গৌরবে ৭

কাহার উত্থানে কুল নাহি বার সমভুল

প্রীতি সব নিশ্চল সৌরভে ?

শিখাইলা কে সন্তানে জগতের মাঝখানে

হইবারে নত ভণ হ'তে,

জীবের দরদ নাম গান প্রেমে হ'তে বহীরান

শত্রুরেও দিতে কোন পোতে ।

সম্পদ সম্ভোগ যত ঠেলি ধূলি মুষ্টিমত
 ধূলিরেই করিতে সম্বল,
 তাজি মান অপমান জীবসেবারত প্রাণ
 ত্যাগে হ'তে মহিমন উজ্জল ।

সংস্কারপিতে ধর্মরাজ্য কুরুক্ষেত্রে বুদ্ধকায়া
 অধর্মের উচ্ছেদ সাধন,
 সত্যের রাধিতে মান পাঠাইলা কে সন্তান
 বনবাসে করিতে যাপন ?

কুট কীট কি পতঙ্গ হ'য়ে আছে অন্তরঙ্গ
 ল'য়ে ভাগ কাহার দয়ার ?

বিরাট পরিত তুঙ্গ কম্পিত দেবতা অঙ্গ
 নতশিরে প্রণমি যাহায় ।

যার চক্ষে লভি প্রাণ সে গাভী মায়ের স্থান
 লভিয়াছে এ কৃতজ্ঞ হৃদে,

পবিত্র দর্শন স্পর্শ সে মম ভারতবর্ষ
 স্বর্গ হ'তে পূজা সে যে চিতে ।

নারী যেথা মাতৃসমা রূপে গুণে অহুপমা
 স্নেহে হৃদে নিত্য সহচর,

পত্নী যেথা অক্ষাঙ্গিনী সত্যত সহধর্মিণী
 শুধু সদা সেবার তৎপর !

বুগে বুগে ভগবান্ কোথা হন অধিষ্ঠান
 কার ধূলা নিশ্চাল্য সমান,

কোথা সতী সহমৃতা পতিসহ চড়ে' চিত্তা
 প্রেমে মৃত্যু লাগে ত্রিরমান্ ।

দিয়া নিজ মুখ গ্রাসে কোথা লোক অনার্যাসে
 অতিথিরে পূজে সসম্মানে,
 সব কাষে মাধবেরে কাহারো স্মরণ করে
 এত ভক্তি কাহাদের প্রাণে ?
 পুত্র কন্যা সকলের নাম রাখে সে দেবের
 অঙ্গ ভরি তিলকে সে নাম—
 নগর প্রান্তর গ্রাম সর্বনাম দেবনাম
 কা'রা হেন নামে কুচিবান্ ?
 ভিক্ষু কোথা পেট ভরে শুধু হরিনাম করে'
 হরিনামে জীবন পারণ ?
 নব ফসলের ভাগে দেবতায় দিয়া আগে
 কা'রা করে কুধা নিবারণ ?
 অল্প দিয়া শত্রু করে যুদ্ধ হয় ধর্ম তরে
 বিজিত ও ঘণা নয় যেথা,
 যেথা কবি শত শত সদা প্রেমগানরত
 সে যে এ ভারতবর্ষ হেথা !

জলধির প্রতি

অরি অসীম জলধি নীল
 কি জানাও উদ্বেল আবেগে ?
মর্শ্মমাক্ষে কোন্ বাথা
 নাহি থাকে রাখ' বত ঢেকে ?
বিস্তৃত সহস্র হস্ত
 কারে গোঁজে গুপ্ত গুহ তীরে ?
নিখল কম্পিত কর
 তাই বুঝি জানিতেছ শিরে !
অবিরাম অশ্রুপাতে
 সিক্ত বক্ষে লবণাক্ত বারি !
অন্তর্দাহ হৃদয়ের
 জ্বলে দেহে বাড়ব তোমারি !
কত বিষ অহনিশ
 মৃত্যু তরে করিতেছ পান,
বসায়েছ বুকে গুরু
 গিরিচাপ কঠিন পাষাণ,
মৃত্যুহীন ক্ষয়হীন,
 হে অসীম মহিমা অজের,
কর তরে এ চাক্ষুষ্য
 করিয়াছ কি পণ অজের ?
প্রকাশিলে যবে তুমি
 সৃষ্টির প্রথমেনে শুধু "জল" ১১

জল রূপে নহ শুধু

সীমাহীন “প্রেম” নিরমল !

ভ্রাতা তব জনমিল

এই “বিশ্ব” “কর্মের” আধার,

বাঁধি দিলে বর তার

সরি নিজে, প্রাপ্তগে তোমার।

পর এবে তুমি, ভাই

নিরদর আসেনাক’ কাছে—

তাজিয়া তোমার আজি

রচিয়াছে ব্যবধান মাঝে !

তুমি বুঝি চাও তাই

বুকে নিতে সে স্নেহের ভাই,

স্ববির অক্ষম প্রাণ

বার্যতার কেন্দ্রে ওঠে তাই !

তুমি চাও “ভ্রাতা ভগ্নী”

“কর্ম প্রেম” হো’ক এক প্রাণ,

কিন্তু হায়, হয়ে গেছে

মাঝে এক দূর ব্যবধান !

বনদেবী

দ্বিরদ রদ খচিত—সিংহ আসনে
বসি আমি দিবা নিশি
বন বৃহন স্বনে, নকীব কুকারে
কাপাইয়া দশদিশি ;
শিথির পুচ্ছে শোভিত রাজছত্র
চন্দ্র আতপ খচিত শ্রামল পত্র
বৈতালি পিক বিস্তৃত অহোরাত্র
পথে পথে পাতা বৃষী,
আলোকে গীতে ও গানে, রাজপুরী মন
চির দিন আছে মিশি !

স্থাপিত তোরণ দ্বারে—নারিকেল ষট
ছলিছে আম্রশাখা,
যাত্রা দুর্বাদলে নিয়ত রচিত
অর্ঘ্য মিনতি মাথা ।
শত নির্ঝরে অঙ্কিত আলিপন
চামর ঢুলায় চমরীরা আজীবন
চন্দন করে সৌরভ বিকীরণ,
তাল বীথি করে পাখা ;
আশ্রম যুগদল দূত সম ফিরে
কত না বর্ণে আঁকা !

বারণ যুথ শোভন মোহন তোরণ
জুচারু পুষ্পহারে,

পটিত দিগ্দিগন্তে কান্ত পতাকা
 বিহগ পক্ষ ভারে ;
 বংশরঞ্জে সমীরিত প্রেম-গীতি,
 চরণ নিম্নে নবীন শল্পবীথি,
 চক্রিকা রচে কোমল শয্যা নিতি
 আলো ও অন্ধকারে ;—
 স্বপ্নে আমার হাসি কুল হয়ে ফোটে
 বথা তথা চারি ধারে !

সুন্দর পরাগরেণু দিঠি সম উড়ে
 খুঁজিয়া খুঁজিয়া কা'রে,
 সঙ্কীর্ণ গাঢ় প্রীতি পরিচয় মোর
 প্রকাশে গন্ধ ভারে,
 প্রেম গৌরবে দেহ সৌরভে ধূপ
 দেবতার লাগি নরিতেছে অপকূপ,
 নরি লজ্জায়, তাই প্রতি লোমকূপ
 কুটে কদম্ব হারে ;—
 ধূপের আঘাত্যাগে ভুলাইতে চায়
 আপনার ভাবনারে।

আজ্ঞা অপেক্ষিছে অরণি সেনানী
 দীপ্ত ও তেজীয়ান্,
 তন্ন করিতে শূন্য জালিয়া রক্ত
 দাবানল লেলিহান্ !

ঝঞ্জার ভেরী বাজে গন্তীর রবে,
 প্রস্তর শিলা উড়ায় যুদ্ধ হবে ;
 মন্দুরা ত্যজি হ্রষি বাজীরাজি সবে
 ত'বে রণে আগুয়ান্ ;
 ইন্দিতে মম পাশে—মৃত্যু দাঁড়াবে
 ভীম বলে বলীয়ান্ ।

বন্দী উরগগণ বিবর-কারায়
 ফেলিছে দীর্ঘশ্বাস,
 নভুকী শিখিদল কলাপ মেলিয়া
 নাচে তারা বার মাস !
 বনপথ খানি চকিত নগর পাল,
 সভাসদ মম সুমধুর সুরমালা,
 শরীররক্ষী দীর্ঘ বিশাল শাল
 অনলস মম পাশ ;
 প্রসাধনকারী মম বড়ঝতু আসে
 লয়ে শোভা সাজ রাশ !

শক্তির ভাণ্ডার ফিরে গণ্ডার
 স্নকঠিন দ্বার বন্ধ,
 নির্মিছে মধুচক্র অফুরান্ প্রমে
 মধুমক্ষিকা লক্ষ ।
 শুক পত্র সম খসে যায় জরা,
 মধু যৌবনে মেহ নবরূপ ভরা,

শাস্ত শীতল ছায়া দেয় তাপহরা
 কাল'মম অঁথিপক্ষ ;
 রচিত অশথ তলে অতিথির তরে
 শ্রাস্তি-বিনোদ কক্ষ !

নভোকুঞ্জরগণ হৈমকুণ্ডে
 করায় আমারে স্নান,
 নিশ্চল সম সী'থে সন্ধ্যা উষায়
 সিন্দূর করে দান ।
 দেবতা অতিথি আসে হেথা কতজন—
 নল দাশরথি দীন পাণ্ডবগণ,
 মোর বোধিতলে কবেছিলো অঙ্গন—
 বৃদ্ধ স্নানার্থী ;
 রিক্ত সকলহারা সকলবে আমি
 স্নানদরে দিষ্ট স্থান ।

ফক্কুর আত্মকাহিনী

আমি

চির সন্ন্যাসিনী ওগো চিরতৃপ্তি তুষ্টিহীন—
কে শুনিবে কথা মোর কে আছে এমন দীন ?
কুহ্ন এই তনু ল'য়ে আছিহু পিতার বাসে,
মনে পড়ে সে কৈশোর কাটারেছি কত আশে ।
পিতৃশ্রদ্ধ-শ্রোড়-শৈলে বাড়িতে লাগিহু যত
কি এক নবীন আশা মনে মনে বাড়ি তত ;
কে যেন টানিত মোরে কি এক মোহন গানে—
বুঝাতে পারিনা কারে, বুঝিতাম নিজ প্রাণে ।
আমার কুটিরদ্বারে খেলিতাম বনে বনে,
সে বনের পশু পাখী খেলিত আমার সনে ;
উপরে হাসিত চাঁদ হ'ত কথা কাণাকাণি,
বায়ু আসি দিত দোল — ছিলাক জানাজানি ।
অকস্মাৎ কোথা হ'তে আসিল বিরাগ মোর—
তাড়িলাম পিতৃগৃহ ; সে দিন বরষা ঘোর ।
তরুণিশু লতাবালা পাষাণ পথিকচর
যে মোরে জানিত, রোধি' পথ দেখাইল ভর ।
শুনি নাই কারো কথা, মানি নাই কোন' বাধা
সরমে ফিরিতে নারি জানিনাক যাব কোথা !
ভেবেছিহু জীবনে কি শুধু সবা হ'তে লব'—
দিবার কি কিছু নাই, হেন দীন হ'রে রব' ?

আদান দেমতি আছে প্রদানও ভেমতি ভবে,
 গৃহীতাও আছে যত দাতাও ততই হবে !
 কেন তবে আমি দীন সবটাই পাতি হাত—
 আমারে করিব দান উপজিল তীত্র সাধ ।
 খুঁজিতে-খুঁজিতে তাই গহন কানন দরী
 চলিয়াছি ভাষাহীন আড়ম্বর নাহি করি ;
 চলিতেছি বহুদিন কবে হ'তে মনে নাই—
 আর ওরে তীরে মোর কে কোথা আছিস ভাই !
 আমারে বিলাব আমি এই আশা ল'রে বৃকে
 নিরুদ্দেশ-যাত্রা মোর ধারে চুপে হাসিমুখে ।
 এই সে আকাজ্ঞা মোর হৃদয়ে রেখেছি ভরে'—
 অন্তর-সলিল ফলু তাই লোকে কর মোরে ।

জন্মভূমি

তব দীপটি জ্বলে সূর্য্য শশী,
 চরণ চূমে জলধি ;
 বৃহৎ মন্ডে মধুচন্দে
 পদ বন্ধে জগতী ।
 জলদজালে কচকলাপ
 তারকা হারে খচিত,
 আঁচল—রাঙা ধানের শীষে
 ছকুল চাকু রচিত ।
ভূমি অমৃত-সুত-বৃত্তসুত
 গঙ্গাসুত সলিলে,
 ভালবীথিকা বীজনরত
 সুসজ্জিত-ভরা অমিলে ।

দাসের মত ছয়টি ঋতু
 অবধানে ও আদেশে,
 বিহগগণে ঘোষিছে তব
 কীর্তি দেশ-বিদেশে ।

তব তুচ্ছ তৃণশুচ্ছে রচা'
 মলিন ধূলি শিথানে,
 নীরব বীণা ঝঙ্কারিল
 কবির করে কি গানে !

মঞ্জরিল শুক্লতা
 শুঞ্জরিল বিহগে,
 ক্রৌঞ্চ সহ ক্রৌঞ্চ গেল
 অমর-মন স্বরগে ;

ওগো পাইল প্রাণ কাব্য কত
 পুণ্য গাথা মর্ম্ম—
 তোমার গেহে সে কোন্‌ যুগে
 ভাবিও ভরে মর্ম্ম !

অট্টালিকা ছিল না এত
 তাড়িতালোক দৃশ্য :
 কুটীর ভরা রত্ন ছিল
 অশেষ মহাদীপ্ত !

হেথা আছিল ঋষি, অমর ভ্যাগী—
 মগ্ন ধ্যানে নিরত,
 রাজ্য সারা পালিত রাজা
 পিতৃস্নেহে নিরত ।

চাতুরীছলা মামুষগুলা

জানিতনা'ক বিন্দু,

রমনী ছিল দেবীর পীঠে

বিমল সুখ-ইন্দু।

ওগো

এই সে ধূলি কত না বীর-

রক্তে রাঙা পড়িয়া,

এই সে ভূমি যেখানে লোকে

বাঁচিয়া থাকে মরিয়া !

এই সে দেশ আমার ওগো,

জন্মভূমি স্বর্গ—

যাচার তরে অযুত কবি

রচিছে গীত-অর্ঘ্য !

মেঘ

(Shelley হইতে)

আমি সিদ্ধ তটিনী হ'তে নিয়ে আসি জলধারা ফুল তরে,
কোমল ছায়ায় ঢাকি গো পাতায় তীক্ষ্ণ রবির করে ;
ঝরে সে শিশির মোর দেহ হ'তে ফুটায় যে ফুল-কলি—
যাতার কোলের নিদ্রা তাদের টুটে' যায় জুটে' অলি ;
করকা ফুটায়ে গুল বরণে এ ধরায় পরকাশি'—
বামল ধারায় মিশে হাই শেষে, বহে মিশায় হাসি !

গিরিচূড়া আমি সাজাই তুমারে, তরুণির করি বোর,
সারা রাত্রি শুই খেত উপাধানে—ঝঞ্জার বাহুডোর !
উচ্চ অসীম আকাশ-কুঞ্জে নিকেতন চপলার,
বন্দী বস্ত্র নিয়ে গুহার গঞ্জে বারংবার ।

লয়ে যায় ধীর চপলা আমারে সারা ধরণীর 'পরে,
নীল জলভলে আছে তার প্রিয় পাগল তাহার করে ;
নীলাবরের নীলিমায় আমি ঘুরে' মরি পিপাসার—
আমিই আবার নাশিত্বা সব—জল হয়ে বরষার !

প্রভাতের তারা মাগে যবে শেষ-চুখন নিশা পাশে,
 আশার মতন আলোকে উজলি' অরুণ যখন আসে ;—
 আমার পক্ষ-সান্দনে চড়ি নামি এই ধরণীতে,
 আমিই প্রথম আলোকের রথ সংসারে আনি দিতে ;
 সূর্য্য যখন রক্তিম মুখে ধরার বিদায় মাগে,
 সাগর যখন রক্তিম রাগে বিদায়ের ছবি আঁকে,
 সন্ধ্যা যখন স্বর্গ হইতে ধীরে ধীরে নেমে আসে—
 স্থির-গম্ভীর থাকি গো তখন আমার কুঞ্জবাসে !

নিশীথ মধুর পবনবীজিত রঙীন আঙিনা তলে—
 শুরু চরণে আসে যবে চাঁদ স্বর্গ-সোপানমূলে,
 উঠাইয়া ফেলি আমার এ ক্ষীণ খেত যবনিকা ধানি—
 চাঁদ দেখিবারে আসে কত শত দীপ্ত তারকারাণী ।
 সজোরে যখন টেনে দিই আমি বসনাঞ্চল মোর—
 গিরি মরু দরৌ চক্ৰ তারকা মিলায় আঁধারে ঘোর ।

রবির রথের চক্রনেমিকে আমিই রাঙিয়া দেই,
 সূক্তার মত ছায়াপথ—ওগো, আমিই জানিও, সেই ।
 ঝঙ্কা যখন বিজয় কেতন উড়ায় আমার ভবে,
 আঁধারে মলিন হয় গিরি ভয়ে, ছোটো শশী তারা সবে ।
 সাগরের পরে দিক্‌সীমা ব্যাপি' নিশ্চিন্ত সেহু মোর—
 তন্তু ভূধর—বিজয় যাত্রা—ঝঙ্কা বজ্র ঘোর !
 কক্ক পবন কক্ক গিয়া আনে বুল্লী তপন করে,
 রঞ্জিবে বলি চরণ আসন বিবিধ বর্ণ ভারে !

নীর-ধরণীর সন্তান আমি আকাশ আমার ধাত্রী,
 সব ঠাই বাই,—কত রূপে, নহি বরণ-পথের যাত্রী ;
 বর্ষার পরে নীলাকাশে যবে থাকে না বিন্দু দাগ,
 পবনে তপনে করে যবে ধীরে শারদ অঙ্গরাগ ;
 নিজ হাতে-গড়া' ধরণীরন্ধে, শূন্য সমাধি মাঝে.
 হেসে হেসে মরি—গর্ভের শিশু, অথবা প্রেতের সাজে ।
 মনে করে তারা, নাই আমি আর—আসিব না কভু আর—
 ধীরে ধীরে আমি উপনীত সেবা, তেজে করি চুরমার !

মদনের বিবাহ

(Scott কর্তৃক অনুদিত করাসী হইতে)

করনা আসি কহিল মদনে

“বিয়ে যদি তুমি কর’,

আছে দু’টি নারী ‘যুক্তি’, ‘মূঢ়তা’—

সুন্দরী তারা বড়।”

স্বীকৃত মদন। বিবাহ করিল

একবারে দু’টি নারী ;

সংসার কায়ে রহিল যুক্তি

মূঢ়তা বিলাসচারী।

উল্লাসে স্থখে কেটে যায় দিন

নাই’ কারো’ অভিযোগ—

যুক্তি-পর্বে “বিশ্বাস” হ’লো,

মূঢ়তা-পর্বে “ভোগ” !



ভিক্ষা

দিওনা আমার	কণিক মোহানুরক্তি—
দিবে যদি দাও	মরণঞ্জয়ী আসক্তি ;
আমি	চাহিনা মুক্তি চাহিনা মোক্ষ,
	চাহিনা সে সুখ স্বর্গ ;
আমি	চাহিনা চাকিতে নিজের দৈন্য
	তুষিতে বাসনাবর্গ !
আমারে কগতে	করিয়া প্রচার, গর্ব ;
মানবের নাম	না করি মলিন থক্স !
যদি	তোমারে না মানি, মানবে মাগু
	করি' যেন হই ধন্য ;
আর	মানবের আমি হইয়া নিতা
	নামি তাহাদের জন্য ।
জনম জনম	হইয়া মরণশূঙ্ক,
আসি যেন হ'য়ে	নূতন কায়ে প্রবুদ্ধ !
যদি	অভিশাপ দাও দিও গো মোক্ষ
	অক্ষম র'ব নিত্য—
দোখি	কন্দ্ববুদ্ধে বিশ্ব-নৃত্য
	মরিবে বন্দী-চিত্ত !

পথে

এসো সোজা পথ ধরি' চলিয়া—

দুখ দলিয়া,—সুখে চলিয়া—সব সাথ !

যে যে যাবে, লও ডাকিয়া—

কোলে টানিয়া,—বুকে চাপিয়া,—সব বান !

চলেছে ওরা বাকা বিপথে,

পাইবে বাধা প্রতি সে পদে,

ফিরিতে হবে ও দিক হু'তে

কত ঠেকিয়া—ভয় দেখিয়া—পুনঃ ঘর ;

চল' আনি ফিরায়ে, গলা জড়িয়ে, পথে ভিড়িয়ে, নানি ডর !

ওগো বাঁকা পথে আছে ভাবনা,

কত যাতনা, নিশাযাপনা—বৃথা কাম ;

ছলাকলা ওরা জানেনা

সহে যাতনা, তাই কত না মিছা লাজ !

বিপথগামী বলিয়া তারা

তোমা'রে কি গো হইবে হারা—

ঘুরিবে মিছে জগৎ সারা ?

মিথ্যা কথা ! যুচাবে ব্যথা তুমি সব—

ওগো তোমার সুরে জগতপুরে মরিবে ঘুরে হালানব !

মম প্রভুহে—হৃদি-দেবতা

কবি মূঢ়তা, দাঁড় বীরতা নির্ভয় ;

জীবন মরণ টুটে'

দৈন্য লুটে, করুণা ছুটে নিকর !

সকল কাষে ধ্বনিত হো'ক

তোমার গীতি মথি' ভুলোক,

ইচ্ছা তব পূর্ণ হো'ক

জগত মাঝে, নানান্ সাজে চিরদিন !

আর তোমার জয় বিশ্বময় যেন গো রয় অমলিন !

সঙ্গ প্রার্থনা

আমারে লও প্রভু তোমার দাস করি'
সাহিব ভবে তব সকল কাষ ;
বাহক করি' লও বহিতে সব বোঝা
তোমার সাপে পথে সকাল ও সঁঝ !
সুজন্ম করি' মোরে গোপন কথা সব
শুনিয়া লও সখা, বলিনা যাচা ;
শুধুর মত এসে কঠোর কশাঘাতে
শিখায়ে দিবে যাও “ভুল বে তাহা !”
গায়ক করি' মোরে তোমার সভাতলে
গাহিব শুধু তব বিজয়-গান,
তোমারি করি' কবি রচিব নিতি নিতি
তোমারি নাম-গীতা ভরিয়া প্রাণ ।
তোমারি করি' মোরে বুঢ়ায়ে সব বাধা,
নিকটে লও টানি' বুকের কাছে ;
আমার বলি যেন একটু ব্যবধান
থাকেনা কোন'খানে হৃদয়ের মাঝে !

ভারতের মহা মহোৎসব *

দিকে-দিকে আজ গীত ও গন্ধ আলোকে ভারত সেজেছে বেশ,
কত শতাব্দী অবসাদ পরে হেসেছে আবার আমার দেশ।
দিগ্বালাগণ মুক্তাবর্ষে শান্তি শীতল পবন বয়,
বজ্রনিদাদে গর্জে কামান—“আজ যে এ দিন ঘুমের নয়!”
হস্তিনাপুরে দিল্লী নগরে আজ রাজস্বয় বজ্র-দিন
জর্জ ও মেরী অভিষেক তিথি—গায় আনন্দে এ কবি দীন!

পথে-পথে শোভে পুষ্পমালিকা বিজয়-পতাকা গর্বে উড়ে,
আলোকোৎসব লাসোর ছটা তোরণ বিপণি ভবন চূড়ে,
স্বর্গের মত অতি পবিত্র—স্বপ্নের মত মোহন বেশে—
আশার মতন উজল বর্ণে ভারত আমার উঠেছে হেসে।
হস্তিনাপুরে দিল্লী নগরে আজ রাজস্বয় বজ্র-দিন—
জর্জ ও মেরী অভিষেক তিথি—গায় আনন্দে এ কবি দীন।

দূর অতীতের স্মৃতি বিজড়িত দিল্লীর প্রতি রেণু ও অণু—
কত না রক্তে সিক্ত ভিত্তি, শক্ত করেছে তাজিয়া তনু;
রাজা বাদশার দরবার অই দিল্লীর পূত তথ্যে আজ
অর্ধ-পৃথিবী-ঈশ্বর হবে সুপ্রতিষ্ঠ প্রজার মাঝ।
হস্তিনাপুরে দিল্লীনগরে আজ রাজস্বয় বজ্র-দিন—
জর্জ ও মেরী অভিষেক তিথি—গায় আনন্দে এ কবি দীন।

ভারতের বত নৃপতিবর্গ ঢালিবে অর্ঘ্য চরণতলে—
 ত্রিশকোটি প্রজা রাজদরশন লভিবে অপার পুণ্যফলে ;
 প্রাণের এ প্রীতি গভীর ভক্তি ভিন্ন প্রজার কি আছে আর ?
 অক্ষয় জয় কল্যাণ তরে মাগি পরমেশে লক্ষবার !
 হস্তিনাপুরে দিল্লী নগরে আজ রাজস্বয় যজ্ঞ-দিন—
 জর্জ ও মেরী অভিষেক তিথি—গায় আনন্দে এ কবি দিন ।

ভারতের ধূলি, ভারতের বায়ু, এমনি ধন্য পুণ্য রথে—
 ভারতের মান অক্ষয় হো'ক দীর্ঘজীবন লভুন দৌড়ে,
 অর্ক ধরার অধীশ্বরের প্রিয় প্রজা মোরা ভাগ্যবান—
 “জয় সম্রাট সম্রাজ্ঞীর” গাও হবে আজি খুলিয়া প্রাণ ।
 হস্তিনাপুরে দিল্লী নগরে আজ রাজস্বয় যজ্ঞ-দিন—
 জর্জ ও মেরী অভিষেক তিথি—গায় আনন্দে এ কবি দিন ।

সম্রাট সেই—ইঙ্গিতে যেই ভাঙ্গে গড়ে রাজ সংখ্যাতীত,
 ক্রকুটিতে যার বিশাল পৃথিবী প্রাণভয়ে হয় বিকম্পিত—
 ইচ্ছায় যার মরুভূমে ছুটে—শীতল মধুর পৌষবধার,
 সম্রাট তিনি আমাদের, তবে রবেনা হুঃখ কিছুরি আর !
 হস্তিনাপুরে দিল্লীনগরে আজ রাজস্বয় যজ্ঞ-দিন—
 জর্জ ও মেরি অভিষেক তিথি—গায় আনন্দে এ কবি দিন ।

বোধন

কর' জননীর জয়মালা রচনা,
 করিতে জীবন তুচ্ছ—
 মা যে পরমারাধ্যা সিদ্ধ সাধা—
 স্বর্গ হতেও উচ্চ !
 আর দীন ভিখারী তাজা
 দ্রষ্টব্যাকৃতকায়া,
 হবে মণ্ডপে মার যজ্ঞ আজিকে,
 যাবে পতিত পাতকী উদ্ধারি—
 হবে তুচ্ছ স্বার্থ শিথিলগ্রাস্তি
 আর 'হুরভিসন্ধি বিস্মরি' ।
 নাই জাতির বিচার জননীর কাছে
 একই স্তন্যে পালিত,
 নাই মান-অপমান মৃত্যু যখন
 নিত্য শিয়রে রাজিত
 হোদের ভিক্ষা ছুট হাত
 এই মহা অভিশম্পাৎ
 মুছে ফেলি' আর অধ্যবসায়
 সাধনার চিরসঙ্গী ;
 তবে যত অভিশাপ পলাবে ছুটিয়া
 মুক্ত যেমন বন্দী ।

আজি মন্দিরে মার কি যে সঙ্গীত—
 কি আনন্দ উচ্ছ্বাস,
 আছে অযুত-ভক্ত-বক্ষ-রক্ত
 অর্ঘ্য প্রদান আশ ।
 ঠেলি' মিথ্যার যবনিকা,
 ভুলি' করিত বিভীষিকা—
 আয় ওরে তোরা শাস্তি সলিল
 দিবে শিরে পুরোহিত ;
 আরতির পর দীপ তাপ নিতে
 দাঁড়া ঘিরে চারি ভিত ।
 তোরা কিছু না পারিস্, কিছু না করিস্
 দাঁড়ায়ে দেখিস্ পূজা ;
 শুধু এ সংকল্প তোদেরি নামে যে
 ধনী নিধনী প্রজা !
 হবে অন্ন দলিত নীচ আত্মা
 আর করি' সার্থক জীবহাত্মা—
 কর জননীর জন্ম মাল্য রচনা
 করিতে জীবন তুচ্ছ
 মা যে পরমারাধ্য সিদ্ধ সাধ্যা—
 স্বর্গ হতেও উচ্চ ।

বাণীর প্রতি

শোভে হিরণ্যবরণ তরুণ অরুণ-

কিরণ তরুর মধুর গায়—

কোকিল কুজিত, কোবিদ পুজিত,

কুঞ্জ কানন কুসুম তা'র ।

মল্ল পবনে ভবনে ভবনে

গন্ধ ছুটেছে বন্দনা সনে,

নন্দিত তব সম্মানগণে

অঙ্গনে তব জননি,—

অগ্নি বিজ্ঞান-জ্ঞান-জননি !

আমি তেয়গি' তোমার গিয়াছিহু দূরে

সম্পদ তরে পরের দ্বারে,

তারাও যে দেখি তোমার শিষ্য

তাড়াইয়া দিল ব্রণায় মোরে ;

ফিরিয়াছি তাই হইয়া হতাশ

দগ্ধ হৃদের দিগ্ধোচ্ছ্বাস—

তৃপ্ত করিতে দীপ্ত পিরাস

বার্থ হবে কি জননি,—

অগ্নি বিজ্ঞান-জ্ঞান-জননি !

আছে অব্যত-ভক্ত-তপ-রক্ত

অর্ঘ্যে উক্ত বসাতে তব,

সুখভি সুখম মনোরম কম

পর্যতে কুসুম মালা নব ।

আমি নয় শুধু দেখিব সরিয়া

মহৎ চরণ প্রান্তে বসিয়া ;

সাধু পদ-রেণু মাথায় বহিয়া

ধন্য হইব জননি,

অগ্নি বিজ্ঞান-জ্ঞান-জননি

ওমা

আছে ত' তোমার সন্তান বহু,

সাধিবে তাহার সাকল কায ;

এ অস্পৃশ্য রহিব সুদূরে

হয়ে তব স্মৃত মাঝারে লাজ ।

সক্ষম তব সন্তান মাঝে

অক্ষম আমি স্মৃত তব মা যে ;

তাই কি গো স্নেহ বাঁটিয়া দিবে যে—

মোরে দিয়া ফাঁকি জননী

অগ্নি বিজ্ঞান-জ্ঞান-জননী !

আমি

ছাড়ি ও অঙ্ক বাহিরিহু পথে

তাজিয়া তোমার জানি না কবে,

ধর নি' ত' হাত, বল নি' ত মুখে

“বাস্নে”—আছিলে মৌন ভাবে ।

কে জানিত সেই গুরু অভিমান—

তীব্র আলোকে তোমার বয়ান

ঢেকেছিল, তাই পাপী সন্তান

তাজেছিল তোমা জননি,
অগ্নি বিজ্ঞান-জ্ঞান-জননি !

ওগো আসিয়াছি আজ করি বহু আশা
ভেঙ্গেছে হয়ত সে অভিমান ;
রুদ্ধ অশ্রু উৎস প্রবাহে
ধুয়ে দাও মোর মলিন প্রাণ !
পিয়িব অমৃত এ চিত ভরিয়া,
জনম জনম আসিব মরিয়া ;
ও চরণ পূজা লইব বরিয়া
ভক্ত হইব জননি,
অগ্নি বিজ্ঞান-জ্ঞান-জননি ।

নিবেদন

লও মোরে সখা বাঁধিয়া—
তোমাতে আমাতে করি অভিন্ন
দৌহার জীবন গাঁথিয়া !
করিও এ প্রাণ খেলনা তোমার,
কাষের না হোক হবে খেলিবার ;
খেলার সময়ে হেলায় কখন’
দিবে চুষন সাধিয়া ;—
তা’ হলেই মোর খেলার জন্ম
সার্থকে যাবে কাটিয়া ।

লও মোরে সখা ভুলিয়া—
শতেক গন্ধ কুসুম চমনে,
আমার এ ফুল ভুলিয়া ।
সৌরভ নাই, এই অপরাধে
চলিয়া যাবে কি ভুলিয়া অবাধে ?

না হয় তুলিয়া দিওগো ফেলিয়া—
 যাবে মম কারা খুলিয়া ;
 তোমার পরশে লভিব মরণ
 তব পদরেণু চুমিয়া ।

ল'ও মোরে দয়া করিয়া—
 তোমার চরণে হেম-মঞ্জীরে
 কঙ্কর রূপে ভরিয়া !
 বাজিব নিত্য শিঞ্জন তালে,
 পড়িব মনে ত' তবু কোন' কালে ;
 ঝঙ্কার মম বেড়িয়া তোমাতে
 ধ্বনিবে রহিয়া রহিয়া ;
 ধন্য হইব সঙ্গীত রূপে
 তোমার চরণে মরিয়া ।

ল'ও মোরে সখা চাহিয়া—
 আমার আন্নারে তব দিঠি তলে
 একবার শুধু ডাকিয়া !
 সব করনা হো'ক অবসান,
 আমার এ আমি পা'ক নব প্রাণ,
 জীবন মরণ জনম সাধন
 দিব গো সাধিয়া সাধিয়া ;
 তব গৌরবে লীন হ'য়ে আমি
 ,রিক্ত হইব মাগিয়া ।

বিলাপস্মৃতি

(১)

অই সেই মালাটি তাহার !
সেই বনে ফুল রাশি হাসিতেছে সেই হাসি,
কেউ নাই—কে তুলিবে আর !
সে যতন নিপুণতা, আজ' আছে,
মালাটি শুকায়রে ;—
শুকায়ে ঝরেছে ফুল, হুতা পড়ে' হয় রে ।

(২)

অই সেই বীণাটি তাহার !
সেই বাধা সপ্ত গ্রাম কই বাজে অবিরাম—
পড়ে আছে যেন ছিন্ন-তার !
সেই গান সেই সুর জাগে কাণে,
সে গায়ক গায় না,—
আশুন ত' নিবে' গেছে দাহ-দাগ যায় না !

(৩)

তবে নাকি চলে গেছে শ্রিয়া ?
সবি ত' রয়েছে পড়ি' সে রয়েছে বিশ্বভরি' !
চোখে মোর একি গেল দিয়া ?
চোখে, কানে, সারাদেহে, প্রাণে মনে
বিরাজে সে ললনা ;
খেলা-ঘর ভেঙ্গে গেছে, লুটাইছে খেলনা !

স্মৃতি *

সার্থক হো'ক, পূর্ণ হউক
সাধকের শেষ-যাত্রা—

তপ্ত হিয়াটি লভুক স্মৃতি
শান্তি পূর্ণমাত্রা !

জীবনে শুধুই পেয়েছ নিরাশা,
ব্যর্থ হয়েছে সাধনা ;
পুরিবে সেথার তাঁহার চরণে
জানা'নো সকল যাতনা ।

গেছ আজ বেধা নাই, সখা—সেখা
কিছুরি অপূর্ণতা,
নিতাপূর্ণ সুন্দর সব,
সকলের সফলতা !

মরণে বখন করেছ বরণ
সে তব তখন দাস ;

তাগীর কি আর আছে আপনার
সে ত' মুক্ত ছিন্নপাশ !
তুমি ওহে সখা জাগরণ প্রাতে
প্রথম শব্দধ্বনি,
বাধবী প্রান্তের পাণিরাকর
উঠেছিলে মূরছনি ।

সিন্ধু-সমাধি *

মৃত্যু ত' কব ! এমন মরণ কার ?

ভীষ্মের মত কে বরে মরণ ?

শাস্ত হৃদয় স্তব্ধ চরণ,

যবে করাল মৃত্যু ব্যাদানে বদন

চারিদিকে হাহাকার !

অটল সেথায় অভীত চিত্ত !

মরণ মানিছে হার,

এমন মরণ কার ?

মৃত্যু সত্য ! হেন ত্যাগ ভবে কার ?

শতেক আশ্রিত শত বিপন্ন

কান্দিছে যথায় জীবন জন্ত,

বাজাইয়া ভেরী মরণ-সৈন্য

বিস্তারে অধিকার ;

তুচ্ছ করিয়া আপনারে সবে

করিয়াছ উদ্ধার—

হেন ত্যাগ ভবে কার ?

সত্য সেবক ! সত্যের সেবা করি'—

অস্ত্রার শিরে হানিতে খড়্গ,
যোগ্যের দিতে প্রীতি ও অর্থ্য,
মলিন জগতে রচিত্তে স্বৰ্গ—

কত ক্লথ নিলে বরি ;

আত্ম দানিয়া সত্য সেবায়

চিরদিন যাপি মরি—

বিশ্বের সেবা করি !

বিশ্ব বন্ধু ! দলিতের সমব্যথী !

ছলনা যে নয় এ সেবা তোমার—

উজ্জ্বল হয়ে হয়েছে প্রচার ;

অমৃত আশার গেলে পরপার

অমরের দেশে যদি ।

অন্তরে তোমা' পেয়েছি আনরা

মরণ সিদ্ধু মতি,

দলিতের সমব্যথী ।

মলিন বিশ্বে কোথায় এমন স্থান ?

যেথায় তোমার নখর দেহ

রক্ষা করিবে, আছে কার গেহ—

অসীম সিদ্ধুই তাই করি স্নেহ,

করিল গো নিন্দান ।

অক্ষয় তব সমাধি-সৌধ

নিজ হৃদে দিয়া স্থান

কে পার এমন মান ?

দর্পহরণ *

গঠিল যেদিন “টিটানিক” পোত মানব বুদ্ধিবলে,
স্তম্ভিত হল সারাটি পৃথিবী বুদ্ধির কৌশলে !

ধরা’পরে আছে যত পোত আজ—

সবারি শ্রেষ্ঠ, সব দেশ মাঝ,

অতুল কীর্তি মানব সমাজ

ঘোষিল জগতীতলে ।

গঠিল যেদিন “টিটানিক” পোত মানব বুদ্ধিবলে !

ভাসিল প্রথম লীলার আলোড়ি সুনীল সিন্ধুজল

আপন গরবে চলিল ছলিরা মহৎ কীর্তিস্থল ;

বিলাস ভবন, বন উপবন,

কৃত্রিম গিরি, উৎস শোভন,

রঙ্গমঞ্চ, নৃত্য ভবন,

অনেক যাত্রীদল,

লইয়া প্রথম ভাসিল, আলোড়ি সুনীল সিন্ধু জল ।

উচ্চকণ্ঠে ঘোষিল মানব “সোলা ডুবে” যেতে পারে,
 টিটানিক তবু ডুবিবেনা কভু”!—এতই অহঙ্কারে!
 দেবতার দ্বারে তাই প্রতিশোধ
 তুমার শৈলে পথ অবরোধ!
 আদেশে ডুবিল টিটানিক পোত,
 দর্পহরণ তরে,
 আছে একটাই—সকল দম্ভ দর্প যেথায় হারে!
 কোথায় তাহারা কয়েছিল যারা ‘সোলা ডুবে যেতে পারে?’

বিষাদ

ওগো কত বল আর সহিব তোমার
দারুণ বিরহ আলা ;
কত বল আর হতাশে ফেলিব
যতনে গাঁথিয়া মালা ?
আসিবে বলিয়া সারা দিন আমি
চেয়ে থাকি পথ পানে,
তুমি ত' এস না কত ব্যস্ত আসে—
প্রতি রব বাজে প্রাণে !
ছড়াইয়া রাখি কুঞ্জ দুয়ারে
সদ্যক্ষুট কুল,
নিশাশেষে সেও ঘুমাইয়া পড়ে
আমার বিধে যে শূল !

উষার বাতাস নিশ্চ শীতল
 জুড়ায় সকল জালা,
 আমিই অভাগী কভু না জানি
 তোমারি কারণে কালা !
 উষা ত' আমার নহেগো সুখের
 চাহি না আমি ত' তারে—
 সে যে এনে দেয় আর একদিন
 নূতন নিরাশা তারে ।
 ভাবিয়া ভাবিয়া পাগলিনী রাধা
 কাঁদিয়া কাঁদিয়া অক্ল ;
 আর এর পরে এসে কি দেখিবে
 নিদয় জীবনানন্দ ?
 মৃত্যু ত' আমি চাহিনা দেবতা—
 এত ব্যথা তাই সহি ;
 মৃত্যুর পর সেবিকার কাজ
 যাবে অপূর্ণ রহি' ।

রূপ ও প্রেম

মনে করি তারে বাসিব গো ভাল,
কিন্তু কে যেন এসে—
নিবারিয়া বলে চাপিয়া হৃদয়
“কাজ নেই ভালবেসে।”
জ্যোতির্ময়ী সে পরম উজলা
জানি না দেবতা কে সে—
দন্তে চাপিয়া অঙ্গুলি ছোট
আসে এলায়িত কেশে !
আমি ভাবি তারে পিছুতে ফেলিয়া
নিরাপদ ঘরে ছুটি ?
হায়রে, পাষাণী ! সমুখে আসিয়া
ঘরে গো চরণ ছ’টি !
চলিতে পারি না স্তব্ধ হৃদয়ে
কি যে ভাবি তারে দেখি—
পলক আড়ালে যায় সে পলা’য়ে
দীন আমি বসে’ থাকি !
পড়ে’ থাকে মোর আশা অতৃপ্ত
ব্যর্থ জীবনভার,
দিক্‌ বাসনা আর অঁাধি পাতে
অশেষ অক্লিধার ।

মাঝপথে ফেলে পলার পিলাচী
 কোথা আমি এবে যাই ?
 এসেছিল 'প্রেম' গিয়াছিল বলি
 আজ' মনে পড়ে তাই :—
 “ওরে দরিদ্র রূপের কাঙাল
 মূর্থ বাসনা-দাস,
 “সন্তোষহীন ওরে নিকোঁধ
 নিজ গলে দিলি ফাঁস !
 “রূপের চর্যা যতই করিবি
 তত মিটিবে না আশা—
 “পাইবি শাস্তি সন্তোষ চির
 শেখ শুধু ভালবাসা ।”

জাগরণ

জগতের আজি বিশাল আঙিনা
পূরিয়া গিয়াছে হরষে' ;
উৎসবে মাতি চলেছে সকলে
বিপুলানন্দ রভসে !
একি গো জননি বিশ্বের রাণি
কেন এ শূন্য কুটীরে,
কেন কাঁদ' একা মলিন বসনা
জীর্ণ শীর্ণ শরীরে ?
তৈলবিহীন কীণ দীপ জ্বলি'
অনিমেষ আছ বসিয়া—
প্রার্থে তনয় ছিন্ন কাঁথায়
গাঢ় নিদ্রায় পড়িয়া ।

টুটায়ে স্তুতি দাও না জাগারে
জাগরণ দিন প্রভাতে,
সন্তান তব পশিবে আজিকে
বিশ্বের মহাসভাতে ;
করিবে প্রচার সুনাম তোমার
মুছি' হীনতার লবিয়া—
গাবে শুধু গান তোমারি গর্ক
তোমারি নামের মহিমা !

শিখাও জননি তুচ্ছ করিতে
 ক্ষুদ্রজীবন ভুবনে,
 সবার সঙ্গে সবার মতন
 চলিতে আপন চরণে ।
 গুরু গৃহে ভীত বালকের মত
 এতদিন পথে খেলেছি ;
 আজ সহপাঠী— সম্মান দেখি
 অভিমানে ঘরে ফিরেছি ।
 শিখাও সাধিতে সাধকের মত
 প্রাণ হ'তে প্রিয় সাধনা—
 শিখাও সহিতে বীরের মতন
 নির্যাতন ও যাতনা
 শিখাও ছুটিতে আগ্রত সম
 তব শুভাশীষ লইয়া—
 মরণেও যেন 'বরণ করে' নি
 কৃত কৃতার্থ হইয়া ।

প্রতীক্ষা

(১)

স্তব্ধ ছ'পুর ; চারিদিকে রোদ মেলা—
আলোকে-কিরণে মেলামিশি হ'য়ে
করে যবে রং খেলা ;
মম—নিলয়লগ্ন বংশ-বাটিকা বয়ে'
বাশীতান আসে ভেসে,
প্রতিধ্বনিটি বাজিছে তাহারি
আমার প্রাণের দেশে !—

(২)

বংশরঞ্জে প্রতিহত বায়ু কঁাদে—
আমারি মতন বাধা গৃহকোণে
অক্ষম নানা ছাঁদে !
অই কুলসৌরভে, বনভ-হারা মনে—
ছাড়িছে দীর্ঘশ্বাস,
বিরহবিধুর বধুর হৃদয়ে
তাই গো স্প্রকাশ !

(৩)

বকুল-আকুল অভিমানে ভূমে লুটে'
নিরিভিমানিনী শেফালি রূপসী
' যুমহারা আঁধিপুটে ;

আছে নিষ্ঠুর দয়িত আসিবে বলিয়া
 অপেক্ষি' সারারাত্তি ;
 নিতিনিতি তবু' মিছিমিছি রাখে
 বাসর শয়ন পাতি' ।

(৪)

আমার দেবতা আসিবেনা এত দ্বরা—
 হয়ত আসিবে হাজার বরষ
 অস্তে বিরহহরা !
 ওগো ততদিন আমি জলিব সর্জ্জরস
 বিরহ পুণ্য-যজ্ঞে—
 রবেনা সেদিন জীবনাতিমান
 হবে মিলিবে আত্মায়ুগ্মে ।

উপেক্ষিতা

তাহারে ভুলিব কেমনে ?
সে যে ধরা দিতে এসে উপেক্ষিত হয়ে
গেছে অনাদর-বেদনে !
মোর অহঙ্কারের ধবনিকাখানি
উঠে গেছে দ্রুত সে ক্ষণে !
তার অপাক্ষে, চাহনি সঙ্গে
কত কি প্রাণের কাহিনী—
খেলিত রঙ্গে কত বিভঙ্গে
তখন বুঝিতে পারিনি !
তার মধুর কণ্ঠে মলিতছন্দে
উঠিত যে স্বরলহরী,
কত স্বরগের ভাষা আনিত বহিয়া
রাগিনী উঠিত শিহরি !
নির্ম্মল উষা গগনের মত
কমদেহখানি জুড়িয়া,
তার অঙ্গ ছাপিয়া পুণ্য প্রভার
মাধুরী ফিরিত ঘুরিয়া !
সারাটি বিশ্ব ছিল বিভাসিত
যে নীল নগিন নয়নে—
সে যে অসময়ে যাবে কখন' জানিনি'
তারিনিও কভু স্বপনে ।

আবাহন

এস দেবি, এস মোর নিভৃত কুটিরে,
দীন আমি কোথা পাব' রাজ অট্টালিকা—
তৃণপর্ণে রচা' স্বর তটিনীর তীরে,
দিনে সাথী ধূ ধূ বালু, নিশীথে চক্রিকা !
সকলে তোমায়ে ডাকে—দেবে সিংহাসন
মণি মুক্তা হার অর্ঘ্য দেবে রাজা পায়—
লবে মাগি কত বর, আশীষ বচন,
কাল্মালিনী মা আমার, ভুলিবে কি তার ?
আমার কিছুই নাই, নিঃস্ব একগতে,
পূজিব গো বনফুলে দিয়া অঁাখি বারি ;
দিব ডালি প্রাণখানি পরতে-পরতে
চাহিব না কোন' দান, ওগো সুরনারি !
অর্থ ফেলে' মুগ্ধ প্রাণ লগ্ন মাতঃ যদি
এস তবে দিব আমি চির নিরবধি !

मार्गिन्द्र

এস জগতের মেহ 'করুণা পুষ্ট'
 ছুণায় বিলান' দৈন্য !

কে পারে এমন তোমার মতন
বিলাতে' আপনা—অন্য ?

তব নাই ছাফলা কুটিল চাহনি
 বিলাস-বিভল সুর,
 বিপুল বিশ্ব ঘুরিছ উদাস
 নগর-পল্লী-পুর ।

এই জগতের মাঝে সজীত যথা—
মৃত্যুর মাঝে সুখ,
ভোমার হৃদয় সুন্দর তথা
বাহিরে মলিন মুখ।

তব "মাথার উপরে মুক্ত আকাশ
 বলাকা বক্ষে ধরি",
 দিয়াছে পাতিয়া সুনীল চাঁদোয়া
 কত সমাদর করি ।

এই দিরাছে পৃথী শশকোমল
 বিছারে কেন্দ্র শ্যাম,
 শীতল পক্ষে ঢাকিতে স্রুষ্টি
 আসে ছাড়ি সুরধাম ।

তুমি নও অভিলাপ, দৈব-আশীষ,
আমি যে তোমারি দাস ;

অতি সুন্দর বলি' লোকে তোমা'
দিয়াছে যুগায় শাশ ।

এত অভাবের মাঝে সস্তোষ তব
করেছ সকল জয়,
সকলের পদে আনত ও শির
দণ্ডে উচ্চ নয় !

ওগো এ ভুবনে ধন বন্যা মতন
আসে পুনঃ চলে' যায়,
সত্যের মত স্থির থাক' তুমি
চেনেনা মানব, হায় !

এই দেশের—জাতির বিপুল জনতা
করিয়া গো অধিকার,
অসম্পন্ন প্রেমের মত
বেড়ি' আছে চারিধার ।

ভুল

ভেজোনা এ ভুল ঘোর—ধাক্কত হৃদয় ভরি’—
বতকণ নাহি আসে মরণের খেদাতরী !
পায়ের ধরি সখা তব, দিওনা ডুবায় মোরে,
গ্রহ তারা শশী রবি কেন নিতি নিতি ঘোরে !
কোথা হ’তে আসে জীব কোথা পুনঃ চলে যায়—
হিংসা ঘেব কেন ভবে—আত্মপর বলে কা’র !
পায়ের ধরি সখা তব, দিওনা ভেঙ্গে এ ভুল—
এই ভুলে ভুলে’ আমি পাইয়াছি বিধে কুল !

চাহিনা জানিতে নাথ কেমনে কোথা কি হয়,
কেবল জানাও মোরে এই বিশ্ব সুখময় !
আমি জানি এই ভুলে ভুলে’ আছে সৃষ্টি তব—
ভুলিয়া তন্ময় হয়ে নীরব নিধর ভব ।
নীরব পাদপবল্লী, নীরব জ্যোছনা নদী
নীরব তারকা গ্রহ শশী রবি মরু আদি !
নীরব শিশুর হাসি, নীরব মায়ের প্রাণ
নীরব প্রীতির পূজা, নীরব দাতার দান !

পায়ের ধরি সখা তব—দিওনা দেখায় মোরে,
জ্ঞানের সে রাজপথ—রব’ চির ভুল-ঘোরে !
রাজপথে কত লোক চলিয়াছে কত কাষে,
রহিবে না কেহ’মোর সন্ধ্যাবেলা পথ মাঝে ;

গ্রহরীরা আছে খাড়া দিবে বাধা প্রতি পদে—
 তার চেয়ে যাব' আমি বনমাঝে বাক্য পথে ;
 পাটনিরে ডাক দিলে নদীতটে উতরিয়া,
 ও পারের স্বানঘাটে দিবে মোরে পঁহুছিয়া ।

রাজপথ-শেষসীমা তোরণের কাছে গিয়া,
 মোর সেধা বহু পথ ক্ষেত ঘাট মাঠ দিয়া—
 ছরা যাবে দশ জনে নানা কোলাহল করি'
 না হয় নীরবে আমি যাব ছোট পথ ধরি' !
 আমার এ ভুল পথে কোথাও দাঁড়াতে নাই,
 উঠি'ব একটি বারে যেথা আমি যেতে চাই ;
 থাক পথে শুষ্ক পাতা আবর্জনা ধূলা রাশি—
 পরে আছে পদচিহ্ন গেছে কত গ্রামবাসী ।

আমার দেশ

চির শিবর শিব ধাম বার
অচল অটল উত্তরে,
পুণ্য সলিলা নদী বার ধার
নন্দনটনে চতুরে ;
ভুজ শূঙ্গ হইতে সাগরে
অবধি যে দেশ বিস্তৃত,
সে আমার দেশ শ্রেষ্ঠ সে দেশ
সকল দেশের ঈশিত !

চক্রে বাহার জ্যোৎস্না ধারার
নিত্য করার স্মৃতি,
কমলার ঝাঁপি অকুরান্ যেথা
বাণী-পূজা ধরা-বিখ্যাত ;
দেবী যেথা সদা দশকরে করে
দশদিক কুপারক্ষিত ?
সে আমার দেশ শ্রেষ্ঠ সে দেশ
চিরগৌরবমণ্ডিত !

বার নদী-বাটে পাটনিরে ক'ন
পার করি দিতে ঈশ্বরী,
চরণপরশে হিরণ বরণে !
দেখে নেয়ে' , সব বিশ্বরি ;

যার বনে দেখি শুক কাষ্ঠ
কবি হয় ছাড়ি দম্ভ্যতা,
সে আমার দেশ শ্রেষ্ঠ সে দেশ
দেব-নরগণ বিস্তৃত !

যার খাত-জলে বহুল কমলে
বাণীর নিলয় নিশ্চিত,
যার পথে-পথে দেবতার নাম
হয় সদা পরিকীর্তিত ;
উখিত রমা যার জলনিধি
হয়ে দেবাসুরমস্থিত—
সে আমার দেশ শ্রেষ্ঠ সে দেশ
যুগে যুগে পূজাবন্দিত ।

এস মা জননি

(গান)

এস মা জননি, এস মা জননি !
শোন' মঙ্গল সুরে নানা রাগিণী !
তের প্রভাত কিরণ সমুদ্ভাসিত চিরকুচির ধরণী
গায় অসুত যন্ত্রে বিজয়মন্ত্রে তব কীর্তিকাহিনী
এস মা জননি, এস মা জননি !

অই গজামোদিত সজ্জিত তব রঞ্জিত পূজা অঙ্গনে,
আছে অঙ্গনাগণ চিরপ্রসন্ন চেলাঞ্চলাবগুণে ;
অই মঙ্গল রবে পূজার তোমার কনকাকুলি কম্পনে
আজি দীর্ঘ বরষ অস্তে হরষ জেগেছে গো শিবরমণি !
এস মা জননি, এস মা জননি !

দেয় অগণিত তব তনয়বৃন্দ পুষ্প অর্ঘ্য ভার,
আজি প্রীতি পুলকিত গীতিমুখরিত শুভ এ শারদ বার ;
খোল' পুষ্প গন্ধ সমুচ্ছ্বসিত অশোক নিলয় দ্বার—
তুমু "উদ্ভিষ্টত জাগ্রত" বলি ডাক মা সঞ্জীবনী ;
এস মা জননি, এস মা জননি !

দাও উঠারে উৎস বিশ্বপ্রাবক প্রেমবন্যা জীবনে—
 যাক কল্লরাশি ভুবন হইতে পুরুক স্বর্গ স্বপনে !
 র'ক স্মৃথ বসন্ত ব্যাপি' দিগন্ত যুগ যুগান্ত ভুবনে,
 এই জীবন অকে স্মৃথের শব্দ বাজুক দিবস রজনী
 এস মা জননি, এস মা জননি !

পূজ্যা

আসিয়া উবার—অরি মধুরহাসিনি
ডেকেছিলে কত বার চিনিতে পারি নি’ ;
তজ্রা-বিজড়িত, মুগ্ধ, অলস চেতনা
করেছিল সেইকণে স্বপন রচনা !

অনাদৃত ভাবি’ তুমি ত্যজিলে আমারে
স্নেহদীপ্ত দিঠি দিয়া মিলায়ে অঁধারে ;
কল্পিত অঞ্চল তব লাগি’ অন্ধে মোর
তেজে গেছে জীবনের সে হুঃস্বপ্ন ঘোর !
কেহ নাই ! অঁথি মুছি’ দেখিহু চাঞ্চিয়া—
তবুও কাহার স্বর ফিরে গৃহ কোণে

কোন দূর জগতের সৌরভ আসিয়া—
কার’ পুণ্যময়ী স্মৃতি জাগাইল মনে !
হার আমি সেইকণে পড়িহু বসিয়া—
হা লাজিতে, তুমি যে গো পূজ্যা এ জীবনে !

স্বাধীনতা

হবে

প্রথম প্রণব ওকার হবে

স্পন্দিত হ'ল বিশ্ব,

আলোক-সাগরে বুদ্ধদ সম

ফুটিল নিখিল দৃশ্য !

অণু-পরমাণু, ক্ষুদ্র-বৃহৎ

দাঁড়া'ল বাঁধন কাটিয়া—

ভিন্ন রূপেতে ভিন্ন কার্য

নিল' নিজে নিজে বাটিয়া !

সাধন পঠন ভিন্ন

সাধিবারে এক কাষ

বাহিরে পৃথক্ চিহ্ন

অন্তরে এক সাজ !

ভূমিও শক্তি সে হ'তে ভুবনে

মানব জাতির বন্ধে—

লভিলে জন্ম অক্ষুরূপে

সাম্য মৈত্রী ঐক্যে !

মানব সমাজে অধিষ্ঠাত্রী

তপ্ত বন্ধ রক্তে ;

অস্ত্রের ষোর ঝঙ্কনা নায়ে

বসাঁও আগুন তক্তে !

সুন্দর তব কাঞ্চনহার

মানব সাধিয়া সাধিয়া—

পরিতে গলায় জনম জনম

আরাধিছে কত কঁদিয়া !

আলোকের মত এসে’,

ছায়াটির মত বাও,

শিশুর মতন হেসে’

রূপের মত পলাও !

তোমার কণিক পুণ্য চাহনি

মুছে দেয় সব পাপ—

জাতির জন্ম জন্মান্তর

বত মানি অভিলাপ ।

আত্মপ্রার্থনা

আমারে দাও অগ্নির মত রূপ,
তোমার পাশে দাঁড়াতে যেন পারি,
প্রেমের রসে ডুবাও জড়ন্তূপ
আমার দেহ বলিতে বেন নারি ;
মুখরিত ও ঝঙ্কিত তব গানে
মিলায়ে দাও মম কণ্ঠ স্বর ;
সুপবিত্র ফুল-ফুলপ্রাণে
পুতি গন্ধ করগো মম দূর ;
আমারে কর মৃত্যুর মত স্পর্শ
চেতনা মম তোমাতে ডুবে যাক্ ;
অসাড় দেহে উঠুক ফুটে হর্ষ
মিলায়ে যাক্ জীবন-দেহ-বাক্ ।

রূপকবি রজনীকান্তের প্রতি

বন্ধুভাঃ! দেখ আজি মেলিয়া নয়ন
তোমার রজনীকান্ত কি হুঃখে মলিন!
ভারতি, এ কলঙ্ক কি রবে চিরন্তন—
সেবক হলেই হবে মুক অন্ধ দীন?

রক্ষিতে তোমার লজ্জা এই সে সন্তান
“মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়” বরিতে কহিল,
তোমার শারদমুর্চ্ছি দেখি যার প্রাণ
প্রেমে মাতি’ “আগমনী” গীতি যে গাহিল।

হে কবি, তোমারে আমি কি দিব সাহসনা,
(বাহার “অমৃত বাণী অভয়া কল্যাণী”)
‘আপনি ভারতী দেখি’ শিষ্যের সাধনা
কণ্ঠ রোধি’ তব গান কাড়িলেন বাণী।

সারা বঙ্গে তব নাম পূর্ব করুণায়
এমন মহতী শাস্তি কে লভে ধরায়?

কবি রজনীকান্তের বিয়োগে

গিরাছ হে কবি এবে দূরপুর অমরায়,
আর কি আসিবে না গো আমাদের এ ধরায় ?
আসিওনা । বড় দুঃখ,—এ বড় কঠিন ঠাই—
অনেক সহে'ছ হেথা প্রেম দয়া কিছু নাই ।
এত যে গাহিলে গান—অভয়া কল্যাণী বাণী—
ভকতের ভূমানন্দ আগমনী গীতিধানি,
করিলে পরিবেশন মথিয়া অমৃত নিধি,
প্রতিদান—অই তব ব্যাধি ? হারে হতবিধি !
ভাষাহীন, কৰ্ত্তাহীন—তবুও করেছ সেবা
কত ছন্দে জননীর, এমন পারিবে কেবা ?
শেষ আজ সব গান ওরে গান-হারা-পাখী,
অশেষ গানের দেশে করে তোমা ডাকাডাকি ।
এত দিন কবিবর ! শুধু নয়নের ছিলে—
আজ তোমা ভোগ করে সৰ্ব্ব অঙ্গ-দেহে মিলে ।

সন্ধ্যাতারা

১

অগ্নি, মৌন নৃক মুখা তারকারূপসী !
প্রশান্ত প্রদোষকল্পা উজ্জ্বল-যৌবনা—
করে অঙ্গে দীপ্তশিখ আলোক উচ্ছ্বসি,
কে সুরসুন্দরী তুমি ত্রিদিবদ্যোতনা ?

২

মনে হর আসি' তুমি প্রেম-অভিসারে
সংক্বেত-বিমুখা বালা আছ দাঁড়াইয়া—
মৌন—নির্নিমেষ অঁধি ! নেপথ্যর আড়ে
ভাঙ্কিতেছ যেন তারে কর বাড়াইয়া !

৩

সে কোন্ গৃহের কোণে অজানা স্তম্ভে
এমনি তোমার পথ চাহি' আছে বসি';
আছে বেথা, সে তাহার হৃদয়মুকুরে
দেখিছে ফলিত শুধু তব মুখ শশী !

৪

ভাবিয়া সে মনে তব ব্যর্থ অভিসার,
অপরাধী করেছে সে নিজে আপনারে ;
তোমার উৎকণ্ঠা হ'তে দ্বিগুণ তাহার,
সব্ব শায়কু ভীকু বিধিতেছে তারে ।

৫

নিত্য দেখি ওইখানে আসিরা অমনি
শুভ্রমেঘে দিয়া অবগুষ্ঠন জীবৎ—
হুয়াশায় চেয়ে থাক' দুঃখ নাহি গণি—
প্রেম কি এতই সহ্য, এতই বৃহৎ ?

৬

যাও তুমি ফিরে' ঘরে রাত্রি বেড়ে আসে—
কত দিন অপেক্ষিবে উপেক্ষিত হ'য়ে ;
শীত গ্রীষ্ম সহি' শিরে এ বিফল আশে
দিবে দেখা সে নিশ্চিত তব প্রেম ল'য়ে ।

৭

প্রতিদিন ওইখানে আসিরা সন্ধ্যায়
পাগুর বদনে ঘরে ফিরে যাও প্রাতে ;
হয়ত প্রেমের প্রস্ন নিহিত ইহার
এ বিফল প্রতীক্ষায়, ব্যর্থ বাতায়তে ।

নিশীথে

গাঢ় স্মৃতি বিশ্বব্যাপি' পাতিয়াছে কোল
ল'রে বুকে এ নিখিল স্নেহে জননীর ;
থেমে গেছে কোলাহল যত গঙগোল—
ঝিল্লীডাকে, বহে রক্ত বিশ্ব ধমনীর ।

তরুতল কি পর্য্যাক—কোন' ভেদ নাই—
একাকার নাই জ্ঞান ঘূমে অচেতন ;
জ্যেতা, জিত—প্রভু, ভূতা, সমান সবাই,
লক্ষ্য নাই লাভ কতি কাহার' এখন ।

হিসাবের ভুলচুক হিসাবেই আছে,
লাভ করে সে স্বদ্বিতা সব অবসান্
এ নীরব এ বিশ্রান্ত জগতের মাঝে
আগিতেছে এক শুধু সমস্তা মহান্

এই ভ্রান্তি-পবিত্রতা স্মৃতি দিতে পারে—
জ্ঞানময় জাগরণ দিতে কেন নারে ?

প্রকৃতির মহাপ্রাণ

নহ তুমি প্রাণহীনা অসার প্রতিমা !
সঘন স্পন্দন তব সদা সৃষ্টি মাঝে ;
প্রকাশিত হয়, ক্ষুদ্র জীবনের সীমা—
অসীম মৃত্যুতে যবে আত্মদান যাচে ।

স্বপ্নে নিশীথে বাজে বাঁশরী তোমার,
দিকে দিকে রূপ তব সুন্দর শোভন,
তোমার পুলকস্পর্শে প্রকম্প ধরার,
তব চুম্বিত বিশ্ব এমন মোহন !
দিন রাত্রি, আলো ছায়া—বাঁধা এক সাথ
কি শৃঙ্খলা ছোট-বড়, সূক্ষ্ম অণুগণ,

ইজিতে নিয়ম পালি' করে যাতায়াত ।
অণুর সংযোগে প্রাণ, বিরোগে মরণ ।
যার' আজ্ঞা মুক্ত বিশ্ব করে অবধান,—
প্রাণের দেবতা সেই, নাই তার' প্রাণ ?

উত্তরাধিকার

(Lowell হইতে)

ধনীর ছেলে অধিকারী বাপের রাখা জমি—
ইট-পাথর আর দালান-কোঠা সোণা চাঁদি টাকা—
হাত দু'খানি ধোয়া মোছা, মাংস যেন ননি
বাইরে কেবল চাক্‌চিক্য—ভিতরে সব ফাঁকা ।
হঃখস্থখের ছদ্মবেশে ইচ্ছা কেন আর ?
মূর্থ তা'রা চায় যা'রা এই উত্তরাধিকার ।

ধনীর ছেলে অধিকারী ভয় ও ভাবনার,
চোরে বুঝি ক'ল্ল চুরি, ব্যবসা গেল ফেঁসে ;
দিনের আলো নিবে চোখে—সদাই অন্ধকার
নাইক' নিজের শক্তি বুদ্ধি রাখে এ ধন কিসে !
হঃখ স্থখের ছদ্মবেশে ইচ্ছা কেন আর ?
মূর্থ তা'রা চায় যা'রা এই উত্তরাধিকার ।

ধনীর ছেলে অধিকারী—সদাই অভাবের
থাকেন সদাই অঙ্গ ঢেলে আরাম-কেদারার,
চাইবা-মাত্র অমনি জুটে দ্রব্য আরাধের
পরের কষ্ট বুঝ্তে গেলেই হ'য়ে উঠে দায় ।
নাইক' অভাব—কাষেই শান্তি তৃপ্তি নাইক' তার—
হঃখস্থখের ছদ্মবেশে ইচ্ছা কেন আর ?

দুখীর ছেলে অধিকারী শত্রু—সতেজ পৈশী
 হৃৎ বপু কোমল হৃদয়, সাহস সহনশান—
 হাত দু'টিকে রাজ্য হতেও ভাবে কতই বেশী,
 বা'—চায় তাই বানিয়ে তোলে, এমন শক্তিমান !
 সুখ এমন হুংথে ঢাকা ইচ্ছা নহে কার ?
 বাঁচে রাজা পেলো এমন উত্তরাধিকার ।

দুখীর ছেলে অধিকারী কেবল সন্তোষের,
 একটু পেলোই—আনন্দিত, তুষ্ট খেটে খেয়ে ;
 প্রেমের মাঝে উঠে বেজে গীতি আনন্দের,
 আশার তারে কি এক সুরে হৃদয়খানি ছেয়ে ।
 সুখ এমন হুংথে ঢাকা ইচ্ছা নহে কা'র ?
 বাঁচে রাজা পেলো এমন উত্তরাধিকার !

দুখীর ছেলে অধিকারী অতুল ক্ষমতার,
 সাহস আছে—বুক পেতে দেয় বজ্র নিয়তির ;
 পরের তরে চক্ষে ঝরে অশ্রুফোঁটাও তাঁর,
 ধর্ম জানে গ্রাণের মত ; রাখে দিয়েও শির ।
 সুখ এমন হুংথে ঢাকা ইচ্ছা নহে কা'র ?
 বাঁচে রাজা পেলো এমন উত্তরাধিকার !

রাণা প্রতাপ

রাজর্ষি, সার্থক তব জন্ম এ জগতে,
দীন এ ভারতবাসী গর্ভিত ও নামে !

আদর্শ নৃপতি তুমি, লোকহিতব্রতে
বিসর্জিলে রাজ্য ধন তীর অভিমানে ।

সিংহতেজোবলদৃষ্ট বদন লইয়া
প্রবেশিলে যবে তুমি সহ পরিবার—
কানন ভূধর মরু কণ্টক দলিয়া,
এড়াইতে মোগলের রাজ্য অধিকার,

সে দিনেও ফুটেছিল করুণা অধরে
হাসি তব, শান্তি, সৌম্য ! স্বাধীনতা তরে ।
আবার সে দিন কোলে মৃত কন্ডা করে’
কেঁদেছিলে বীর, সে-ও স্মরিয়া চিতোরে ।

যে হাতে করেছ পূজা দেবী ভবানীর—
সে হস্তে লবে না যাচি’ অস্পৃশ্য পুরীষ ;
তাই তেজোপূর্ণ বাক্য শুনি তব, বীর—
কেঁপেছিল মোগলের সম্রাট উজ্জীশ !

বিরাট দারিদ্র্য আর ঘোর অনশন
পারেনি টলাতে তবু রাজপুত পণ !
আপন প্রতিজ্ঞাশৈলে ছিলে তুমি স্থির—
“বাক্ ধন, বাক্ রাজ্য, নমিবেনা শির !”

লহরী

বিস্তৃত অসীম সিদ্ধ জননী তোমার,
কত হর্ষে গীতি-নৃত্যে খেলিছ' ও কোলে—
জান না মিলাতে হবে এখনি আবার
চিহ্ন মাত্র রহিবেনা ও অনন্ত জলে ।

এ চঞ্চল এই ক্ষুদ্র প্রাণটুকু ল'য়ে
কেন মিছে এসেছিলে, কি কাষ করিতে ?
এরি মাঝে গেল পুনঃ শেষ তা-ও হ'য়ে ?
একি প্রহেলিকা তব না পারি বুঝিতে ।
দীপশিখা কাঁপে, জলে ; বিশ্ব, মাঝে-মাঝে
প্রলয়-কম্পনে ভাঙ্গি' হয় অভিনব ;
স্বর-সপ্তকের কম্পে গান চিররাজে ;
সিদ্ধুর বিস্তারে তথা ও কম্পন তব ।

মরণ কম্পনে হয় জীবনের গতি—
সৃষ্টির প্রকাশ করে গতি পরা নতি ।

প্রেমের লক্ষণ

(Cowper হইতে)

জানে কি প্রেমসী মোর, কত আমি ভালবাসি তার ?
যুঁহাই তাহারে ভাবি, জেগে' উঠি তারি ভাবনায়,
তাহারি সুখের তরে আশীর্বাদ মাগি প্রার্থনায় ।

জানে কি প্রেমসী—মোর আমি যে গো তারে ভাবি সদা ?
মৃগয়া করিতে যাই—বক্ষে বাজে সে বিরহব্যথা,
সারাদিন অশ্রুমনে ঘুরি' সাজে ফিরে আসি বৃথা ।

জানে কি প্রেমসী মোর—আমি যে আমার নহি আর ?
পড়ি যবে, বুঝি না গো একপৃষ্ঠা—পড়ি বার বার,
শেষে দেখি পড়ি নাই ! গেছে কাল চিন্তায় তাহার !

জানেকি প্রেমসী মোর আমি যে এখন শুধু তার ?
তাই যে রে কথা কই, বুঝিবারে নারি সনে কার ;
না শুনিয়া রসিকতা—হাসি, মনে অল্প চিন্তাভার !

কিন্তু যবে শুনি আমি তার কথা কোথাও কখন,
কি আনন্দ হয়—আমি জানি তাহা, না হয় বর্ণন ;
মনে হয় এই বুঝি জগতের সঙ্গীত মোহন ।

তবু সে জানে না, কেন তার নাম করি না সতত,
শুনিলে করিত না সে আমারে সন্দেহ এইমত—
“সে আর দ্বিতীয়া নারী একই” যারে ভালবাসি এত !

প্রীতি-স্মৃতি *

আজি নির্মল নীল গগনে
বল্লরী তরু সদনে
কত সঙ্গীত মধু মাধবী মিলন
ছন্দের বাহ বাধনে ;
দিগ্দিগন্তে ছুটেছে গরু
মলয়-মন্দ পবনে—
মিলনের ছবি অঙ্কিত আজি
গগনে ভুবনে ভবনে ।

অই দিগ্ধৃগণ সাজিয়া,
মঙ্গল গান গাহিয়া—
করে কল্যাণময়ী পুষ্পবৃষ্টি
নিখিল বিশ্ব ছাপিয়া ;
মোদের ভগ্ন পর্ণকুটিরে
দাও গো প্রদীপ জালিয়া—
আজি পশিবে হইট নূতন অতিথি
জীবনে জীবন গাঁথিয়া !

এস আজি এ পুণ্য দিবসে,
মঙ্গল নব হরষে—
উঠুক ফুটিয়া আগানে কুসুম
তোমাদের সুখ পরশে !

বিবাহে ।

নভ'

জীবনে শক্তি হৃদয়ে ভক্তি
প্রণয়াজন দরশে—
সুগল জীবন সরস সফল
হউক বরষে-বরষে ।

ভুলি

লগু

বিষাদ নিরাশা মরণে
শরণ প্রেমের চরণে—
ধর্মকর্ম যেমতি হুইটি—
—সকল হুঃখ হরণে !
এ নববিশ্বে পশ' গো আজিকে
প্রণমি' বিশ্বশরণে ;—
রাজুক জীবনে চির বশস্ত
গীতে গন্ধে ও বরণে ।

— — —

কেন

বামুন হলেই নোয়াই মাথা কেন—বলতে পার ?
শূদ্র হলেই ছোট কেন—খেদাও, লাথি মার ?
ধনী হলেই কেন সবাই উচ্ছে তুলে ধর'—
ধন নাই যার তাকেই কেন—“বল' 'সর', সর !”
বড়র সঙ্গে মিশলে তুমি কেন গরম হও—
বদিও তুমি আমারি মত, বড় কিন্তু নও !

কাষকর্ষে বান্ধি—থেম্টা নাচবে তা'রি মানে কি ?
রাজা হাকিম সাহেব স্রবো খেলেই ধন্য প্রাণে কি !
একটু খানি শক্তি তোমার তা'রি কেন অহঙ্কার ?
যা খুসি তা বাচ্ছ করে' মাটিতে পা দেও না আর !
যরেই কেন জুজুর মত—বাইরে যেন বড়-কত-
আমার কি কেউ বুঝিবে দেবে, এমন করার মানে বত ?

অগ্ন দেখে চমক'—কেন অঁধারে ভয় পাও ?
আশা কেন অশেষ তোমার পেলেও কেন চাও !
দেখ'ছো মাহুব মরছে কেমন বাচ্ছে সবাই কেলে
বাতাসে যার লাগতো গারে, তারেও যে দেয় জ্বলে—
লক্ষপতি কেন অমন ন্যাংটা হয়ে যায়—
মরণকালেও বাঁটোয়ারায় মাথা-স্বামার, হার !

বরের বাপ হ'লেই কেন করতে হবে জোর—
 ক'নের বাবাই কেন অমন নম্র, যেন চোর !
 পরসা হলেই খেতাব নিতে ছোট্টে কেন ভাই,
 পাশ করলেই চাকরী ভিন্ন আর কি উপায় নাই ?
 বিলেত গেলেই জাতটা যাবে, কেন এমন হয় ?
 মানুষ মানুষের জাত মারে, মানুষই আবার দেয় !

মানুষ চেয়ে টাকার আদর কেন করে এত ?
 গুণের চেয়ে রূপের এরা বড়াই করে কত !
 কুড়ির চেয়ে দালান কোঠা কেন বলে বড় ?
 মনের চেয়ে গায়ের জোরের আদর কেন কর' ?
 সত্যি চেয়ে মিথ্যের আদর ভদ্র পোষাকেই—
 এমন বাজি দেখায় যে জন, কেন-ও জানে সেই !

প্রত্যাখ্যান

হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়ে দিন দিন অবসাদে,
এ নেশা কাটিবে নাকি পাব'না সে পূৰ্ণ বল ?
তিমির বনায়ে আসে—নিবাইয়া হ হ ঝঞ্ঝাবাতে,
প্রদীপের ক্ষীণ আলো, অঁধারিয়া গৃহতল !

তুমি দিয়াছিলে আলো আলোকিতে এ কুটীরে—
বাসন্তীর শুভ সাজে দিয়াছিলে মধুবায় ;
দিয়াছিলে নিরমিয়া—শ্যাম দীর্ঘিকার তীরে
বিহগ-বক্কতকুঞ্জ ঘন জুবমার ছায় ।

যা চেয়েছি তাই দে'ছ, চাইনিক যা' জীবনে,
অঁচল ভরিয়া তুমি অযাচিত দেছ ঢালি' ;
তবুও কি যেন নাই পাইলে সে কোন্ ধনে
পূর্ণ হ'ত সব যেন—রহিত না এই খালি !

যা' দিয়েছ সব লও, তুমিই দিয়েছ সবই
সব বিনিময়ে প্রভু সেইটুকু দাও মোরে
কি যে তা' বলিতে নারি, দেখি সদা তার ছবি',
চাইনিক বাহা আমি ঘোর অবহেলা করে' ।

মহামিলন

এই যে বিশ্ব চিরস্থলর

আলোকে-অঁধারে বাঁধা—

হু'য়ে মিলি এক—বিচ্ছেদহীন

রূপ ও বিশ্বে গাঁথা ।

মধুস্মিষ্ট মধুরতারসে

মধু মধুরতা সাথ,

ল'ক সে চাক্রে প্রতিধ্বনিরে

হৃদয় দিবস রাত ।

কুসুম আপনি ধরেছে গন্ধ

গন্ধ কুসুমে ল'য়ে,

স্পর্শ শরীরে জাগায় চেতনা

হু'য়ে মিলি এক হ'য়ে ।

জীবন টানিছে মৃত্যুরে সদা

মৃত্যুর কাছে প্রাণ—

তুমি আমি তবে কেন না মিলিব,

কেন মাঝে ব্যবধান ?

অকৃতজ্ঞ

তুই আছিলি ক্ষুদ্র অনাদৃত কোথা শিশু রোরুণ্ডমান—

আমি কত না যতনে লইলু তুলিয়া—দিবু এ হৃদয়ে স্থান !

আমি মস্থিত করি' বক্ষে—

দিবু সঞ্চিত মধু গোপনে

এই কুসুম পেলব কক্ষে—

ছিল ফুল সৌরভ স্বপনে ;

কভ মলয় মন্দ আনি' সুগন্ধ রচিত ছন্দ স্বর্গ—

কত সুখহিন্দোলে আন্দোলি' বুকে দিছি তোরে কত অর্ঘ্য !

ওরে লক্ষ আশায় বক্ষ-বাসায় রাখিয়া বন্ধ তোরে,

আমি আছিলু অন্ধ, নয়নানন্দ, দিবস নিশীথ ধরে' ;

এই ঝঙ্কত পিককণ্ঠে—

এই রঞ্জিত শশীলাস্যে—

এই উজ্জ্বল কম গণ্ডে—

এই প্রেক্ষণ-ক্ষণ-হাস্যে,

হয়ে নৃত্যদোহলু ছন্দে অতুল মৃদল অনিল ভরে,

তুই তিল-তিল করি চরন করিলি মরণ আমার তরে ?

ওরে, তোরে ছাড়ি আমি যাইনিষে কোথা ক্ষণেকের তরে কখন'-

যবে গেছি দেব পার, সেও তোরে লয়ে—বক্ষে আছিলি তখন' !

যবে ঝঙ্কা-আহত হয়ে

ওরে লুটায়োছি, হৃথ পাথারে,

তবু তোরে সে হৃদয়ে ল'য়ে
 আমি জিতেছি হা'রের মাঝারে ;
 এবে ধূলিনুষ্ঠিত সব বস্তুিত এই কুস্তিত নিঃশ্বে—
 হায়, ফেলে যাবে নব স্মৃতিসন্ধানে আরেক নূতন বিধে ?
 ওগো, যাও তবে তুমি, ফুরিয়েছে মোর লুকান' বন্ধ অমিয়—
 আমি তব তরে সব দিয়া যে রিক্ত, কেমনে বুঝা'ব হে প্রিয় ?
 তব নখর ভীষণ ভিন্ন
 সব পাঁপড়ি বরিছে আজি,
 এ যে তোমারি দন্ত চিহ্ন,—
 তাই বক্ষে উঠিছে বাজি ;
 তবু, জনম—জনম ফুল হ'য়ে আমি আসিব রে অকৃতজ্ঞ—
 আর দংশন ক্ষত বক্ষে বাঁধিয়া যাপিব জীবনযজ্ঞ !

স্বর্গ

স্বর্গ বলি' দ্বিতীয়পুরী—

নেই গো কোথা ! নেই গো—

পড়িয়া যেথা ধুলার মত কুচ্ছ, লাভে মোক্ষ

সুবসন্ত দুঃখ দূরি'

জীবন নব দেয় গো—

বিতরে' ফল চতুর্বর্গ—কল্পতরু বৃক্ষ ।

(২)

সাধক যত, সিদ্ধ যত

মানব যেথা বিহরে ;

সহিয়া কত দুঃখ-ব্যথা কঠোর যোগ সাধিয়া,

জীবনে সদা রাগিনী কত

শ্রান্তিহীন শিহরে

চেতনময় স্রুতি আসে স্বপ্ন থাকে জাগিয়া !

(৩)

অঙ্গরীরা অঁচল ভরি'

প্রণয়-রাঙা কুসুম

বসিতে আসে, হরিতে আসে, ধরার যত ক্রান্তি—

মরণ লুটে চরণ ধরি'

অশ্রু মুক নিবুঝে—

মানব লাভে অমর চির সুখোবন কান্তি ।

(৪)

স্বর্গ নহে ভোগে ও মোহে,

কামেও নহে স্বর্গ—

স্বর্গ নহে মরণদেশে জীবনশেষ—প্রাপ্য,

স্বর্গ চিরলভ্য গেহে—

স্বার্থ দিলে অর্ঘ্য,

স্বর্গে নিষ্ঠ জীবন শুধু পরের তরে যাপ্য ।

মৃত্যু

হে সৰ্ব্বগ, হে অব্যর্থ, হে বিরাট অব্যয় মহান্—
জন্মচ্ছায়া চিরসার্থী, নিত্য বিধে দিয়া নব প্রাণ
গড়িছ নূতন করি,—অবিরাম ধ্বংসের নেপথ্যে,
তুলিতেছ পরিপূর্ণ করি নবীন সৌন্দর্য্যসত্যে
জীবনের স্বর্ণরাগ দিয়া। অন্ধকার অন্তরালে
ছোট বড় ক্রটি যত—মুছে দাও তব কর্মশালে !
অঙ্গধূলি ধুয়ে মাতা সন্তানেরে সাজায় যেমন
কুন্ড শিশু কঁাদে ভরে, ওরে বিশ্ব তোমারে তেমন
নিঃস্বপ্ন নৃশংস ভাবি'। কণস্থায়ী সৃষ্টির প্রকাশ
তব স্নেহে মনোরম, তব স্পর্শে নিখিল বিকাশ !
এই সৃষ্টি-শতদলে যে মহান্ পুরুষ আসীন্
দিরাছেন তিনি রূপ, গড়' তুমি নিজে ভোগহীন !
তাই ত' কল্লিত তুমি, দেব-দেব মহাদেব শিব
বিরাগী, ভূতের পতি, জগন্মাতা অন্ধে নক্তলিখ !

সূর্যাস্ত

জীবনের একদিন, কল্পের নিমেষ,
হাসি, অশ্রু, সবে' ভাগ চলিল লইয়া,
দেবতার রাজকোষে ; রাজার নিদেশ,—
এসেছিল রাজদূত যেতেছে চলিয়া ।

ওই তার তরাবুলি রাখি' পথধারে,
নামিল সাগরে স্নান করিবার তরে ;
সারাদিন পথিশ্রমে ক্লান্ত দেহভারে ;
ঝুলি ভেদি' মণিরত্নছাতি ফুটে পড়ে ।

সুপ্রশস্ত রাজবসু' ; যায় গুটি গুটি—
আবরিয়া তলুখানি ; পদচিহ্ন কত
দেখা যায় হেথা হ'তে, রহিয়াছে ফুটি' ;
কাল প্রাতে পুনরায় হবে সে নির্গত ।

লয়ে যায় রাজকর, দেখে যায় আর
কার ক্ষেতে কি ফসল ফলেছে আবার ।

প্রত্যাশ্তন

দেশে দেশে আজ শুনি মা জননি

নায়ের বোধন গান—

কিরিয়া গো তাই এসেছি আবার

পাইয়া নতন প্রাণ।

এখন' কি রবি' পাষণ প্রতিমা

মিছে অভিমান ভরে,

এত কাতরতা মিথ্যা যে নহে—

কেমনে বুঝাই তোরে ?

বড় কৃতঘ্ন আমরা না তোর

সন্ধানগণ বলে'

হেন অভিমানে নির্ঝাক রবি'

চাহিবি না মুখ তুলে ?

কোথা যাব মাগো কেবা দিবে ঠাই'

কেউত' মোদের নাই—

এ কুটীরে থেকে আধপেটা খেলে

স্বর্গস্থ যে পাই !

চাহিনা রাজ্য তোরে ফেলে মাগো,

চাহিনা অমর স্থখ ;

মা তোর হৃৎখে সমজ্বলী হ'তে

স্থখে ভরি' উঠে বুক !

গীতাবসান

রাতের আলো পড়লো চলে’

দূর গগনের গায়—

অন্ত চাঁদের পায় ।

চোখের নীচে কালীর রেখা

পড়লো দীপাধারে ;

শুক তারা নয়ন মুছে’

এলো পথের পারে ;

ক্লান্ত অলস তরুণ-তরুণীর

ঘুম জড়িত কানে

ভোরের বাতাস গান গেয়ে যায়

রাত পোহান’ তানে,—

শ্রান্তবসন অঙ্গে ঢাকি’

রইলো তারা জেগে—

থেকে-থেকে বনের পাখী

উঠল কেন ডেকে ?

ভালুক সত্তা, খামুক এ গান

আজকের মত শুবে ;

আবার যখন আনুৰোধ হেথায়—

তখন কি গান হবে ?

কোন হৃদয়ে কষ্টুক ঠাই
করলি অধিকার,
করিস্ না বিচার !

তোর রূপে কেউ মুগ্ধ হবে,
কেউ বা বলবে 'খাসা' ;
অমনি কি তুই ছুটবি সেথায়
বাধ্বি বলে' বাসা !
আবার যখন মুখ ফিরায়ে
বলবে তোরে ছি ছি—
অমনি কি তুই গর্জহত
কাদবি মিহিমিহি ?
যাস্নিরে তুই করতে যাচাই—
আপন রূপের ভরা !
আপনি বেড়াস্ আপন মনে
দিস্ নাক' তুই ধরা ;
ভালুক সভা থামুক এ গান
আজের মত তবে ;
আবার যখন আস্বে হেথায়
তখন সে গান হবে ।

আজকে তোরে দিলাম ছেড়ে
নানান্ জনের কাছে,
আপন জনের মাঝে ।

এতদিন তুই আমার ছিলি
গৃহের গোপনতলে,

অন্ধকারে বন্ধ করা’

অন্ধ স্নেহের কোলে ;

আজকে মুক্তি ; সৃষ্টি হ’তে
হলিরে তুই বা’র ;

সবার করে দিলাম তোরে
আমার নহিস্ আর ।

যদি কোথাও বেসুর বাজে
তো’র ও সুরের মাঝে—

তুই-ই দায়ী আর আমারে
‘ডাকিস্ নাক’ লাজে ।

ভাঙ্গুক সভা ধামুক্ রে গান
আজের মত তবে ;

আবার যখন আসিব হেথায়—
তখন সে গান হবে ।



